৭.৪ আইরেনীয় তত্ত্ব (The Irenaean Theodicy)

Augustine-এর বহু পূর্বে প্রাচীন খ্রিস্টান চার্চের পাদ্রী সম্প্রদায়, যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য St. Irenaeus (১৩০-২০০ খ্রিস্টাব্দ) এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। Irenaeus** মানবজাতি সৃষ্টির দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেন। প্রথম পর্যায়ে একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক স্তরের অপরিণত কিন্তু অসীম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণের সম্ভাবনাপূর্ণ জীব হিসেবে মানুষের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা মনুষ্যজাতীয় জীব থেকে ধীরে ধীরে 'ঈশ্বরের সদৃশ' (likeness of God) হয়ে চলেছে।

যদি প্রশ্ন ওঠে, কেন ঈশ্বর মানবজাতিকে পরিপূর্ণ রূপে সৃষ্টি না করে অপরিণত, অসম্পূর্ণ করে গড়লেন, তার দুটি পরস্পরসাপেক্ষ উত্তর হতে পারে। যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব গোড়া থেকেই তৈরি ফলটির মতো হাতে পাওয়া যায়, যাতে মানুষের নিজস্ব কোন ভূমিকাই নেই, তার চেয়ে জীবনের বিভিন্ন সংকট ও প্রলোভন সত্ত্বেও স্বাধীন ও দায়িত্বশীল নৈতিক ইচ্ছার দ্বারা মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রক্রিয়াটি অনেক মূল্যবান। কোন অপরিণত স্তর থেকে নৈতিক সংগ্রামের দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্বে

Scanned by CamScanner

উত্তরণের ধারণাটিতে মানুষের নৈতিক স্বাধীনতাকে অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উত্তরে বলা যায় যে, ঈশ্বর অস্তিত্বে ও শক্তিতে, করুণায় ও জ্ঞানে অনন্ত। তাঁর সঙ্গে যদি মানুষের খুব বেশি নৈকট্য থাকত, তাহলে তার প্রকৃত স্বাধীনতা থাকত না। ব্যক্তি হিসাবে, স্বাধীন নৈতিক জীব হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। অবশ্য এই দূরত্ব স্থানগত নয়, জ্ঞানগত (Cognitive)। মানুষ এক স্বয়ংক্রিয় বিশ্বের অন্তর্গত। সেই বিশ্বে ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। একমাত্র বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা খুঁজলে তবেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জানা যায়। একদিকে বেঁচে থাকার জন্মগত প্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা, অন্যদিকে তা অতিক্রম করার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা—এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই মানবজীবনের বাস্তব পরিস্থিতি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, Augustine-এর তত্ত্বে সম্পূর্ণতা ছিল অতীতের প্রাথমিক স্তরে। আদিম পাপের দ্বারা তা নষ্ট হয়েছিল। আর Irenaeus-এর তত্ত্বে পরিণতি রয়েছে ভবিষ্যতে, নতুন সৃষ্টির দীর্ঘ ও দুরূহ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আইরেনীয় তত্ত্বে জগতে অমঙ্গলের মূলে রয়েছে মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা। স্রষ্টা নিজেকে দূরে রেখেছেন যাতে মানুষ নিজের স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, জগতের সমস্ত অমঙ্গল মানুষের স্বাধীনতার অপব্যবহার থেকে তো উৎপন্ন হয়নি। ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি প্রাকৃতিক অকল্যাণ মানুষের সৃষ্টি নয়। তাহলে প্রাকৃতিক অমঙ্গলের দ্বারা ঈশ্বরের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়?

আইরেনীয় তত্ত্বে এই প্রশ্নের সমাধান খোঁজা হয়েছে জগৎ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের মধ্যে। তাঁর সৃষ্ট জীবদের জন্য এক সুখের স্বর্গ রচনা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, দূরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা জয় করে মানুষ যাতে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে, স্বাধীন নৈতিক সত্তা হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। ধরা যাক, জগৎ যদি এমন হত যেখানে কোন দুর্ভোগ, কোন দুঃখকষ্টের অস্তিত্ব নেই, যেখানে কেউ স্বার্থপর নয়, কেউ কাউকে আঘাত করে না, হত্যা করে না ; প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা নেই, অভাব, দারিদ্র্য, ব্যাধি, মৃত্যু নেই ; কোন বিপদ নেই, তাই বিপদে বন্ধুরও প্রয়োজন নেই ; জীবনে কোনকিছুর অভাব নেই, তাই কাজকর্মেরও প্রয়োজন নেই। এইরকম সুখের স্বর্গে কোন আচরণকে অন্যায় বলার প্রশ্ন নেই, ন্যায্য বা যথার্থ বলারও

Scanned by CamScanner

সুযোগ নেই। অর্থাৎ, এইরকম কল্পিত সুখের ভুবনে নৈতিকতার কোন স্থান নেই ; সাহস, ধৈর্য, উদারতা, দয়া, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি নৈতিক ধারণারও কোন অর্থ নেই। এইরকম জগতে মানুষের নৈতিক গুণ বিকাশের কোন সুযোগও নেই। এই জগৎকে কি শ্রেষ্ঠ জগৎ বলা যায়?

বরং আমাদের এই দুঃখকষ্টময় পরিচিত জগতেই শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণগুলি বিকাশের পূর্ণ সুযোগ আছে। এই জগৎ কতকগুলি অপরিবর্তনীয় নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে বাধাবিপত্তি, বিভিন্ন দুরূহ সমস্যা, হতাশা-ব্যর্থতা ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। কারণ এইরকম পরিবেশেই স্বাধীন মানুষ সমস্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে এবং নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

খ্রিস্টধর্মে ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাসী মনে করেন যে ক্লেশ-যন্ত্রণা যতই অসহনীয় হোক না কেন তা ঈশ্বরের কোন মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হতে পারে। সমস্ত অমঙ্গলের মধ্যে নিকৃষ্টতম হল যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা। তা যদি মানবজীবনের মুক্তির উপলক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে তাহলে যে কোন অকল্যাণকেই কল্যাণে রূপান্তরিত করা যায়। যিশু তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞাকে দৈব উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বলে প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। নিকৃষ্টতম অশুভকে উৎকৃষ্টতম শুভ অর্থাৎ, মানবমুক্তির উপলক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা অমঙ্গল সমস্যার এক উল্লেখযোগ্য খ্রিস্টীয় সমাধান। অনুরূপভাবে জীবনের বাধাবিপত্তি, দুঃখ-যন্ত্রণাকে অশুভ না ভেবে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা যথার্থ খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের উপযুক্ত আচরণ মনে করা হয়ে থাকে।

Scanned by CamScanner